13) চোলদের সামুদ্রিক কার্যাবলী এবং নৌ-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করো।
অথবা,
প্রথম রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোলের কৃতিত্ব লেখ।

→ প্রাচিন ও আদি মধ্যযুগের ভারতবর্ষে একাধিক শক্তিশালী আঞ্চলিক রাজ্যের মধ্যে দেখা যেতেছিল। দক্ষিণ ভারতের অনুরূপ একটি শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে চোলদের রাজনৈতিক স্থান ছিল স্বরণযোগ্য। তাদের এই সময়ে নৌ-অভিযান একটি সতন্ত্রের দাবি রেখেছিল। যথেষ্ট পরিকল্পিত পথে এবং পূর্ণ প্রস্তুতিসহ একাধিক চোল রাজা এই সাহসিক ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে লিপ্ত হয়েছিল। ৮৫০ সাল থেকে 1120 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চোল রাজরা কার্যত বঙ্গোপসাগরকে একটি চোল হ্রদে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নবম শতাব্দী থেকে নৌ-বাণিজ্যে চোলদের বিস্ময়করভাবে সমৃদ্ধি ঘটে। দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল ধরে রাজ্যের ভৌগোলিকসীমা বিস্তৃত হওয়ায় বাণিজ্যের প্রতি এবং সমুদ্র যাত্রার প্রতি এক স্বাভাবিক আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

চোলদের এই সামুদ্রিক অভিযানের সূচনা করেন প্রথম রাজরাজ চোল (985-1014)। তাঁর চতুর্থ রাজ্যবর্ষের একটি লেখতে জানা যায় তিনি কেরল বা চের রাজ্য আক্রমণ করে সেখানে তার প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাঁর অষ্টম রাজবর্ষের একটি লেখ থেকে জানা যায় তিনি ক্যুইলন জয় করেছেন। এই বন্দরটি উল্লেখ্য সমুদ্রে অবস্থিত ছিল। রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোলের 'তিরুবলঙ্গাড় তাম্রশাসন' থেকে জানা যায় যে তাঁর পিতা ইলনমমন্ডলম বা সিংহল জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ দীপবংশ বা মহাবংশে বলা আছে যে চোলদের আক্রমণে সতন্ত্র হয়ে সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সিংহলের উত্তরভাগ দখল করে তিনি তার নতুন নাম দেন 'মুম্মুড়ি চোল মন্ডলম'। অতঃপর তিনি সিংহলের রাজধানী অনুরাধপুর ধ্বংস করে তিনি চোল প্রদেশের নতুন রাজধানী পোলন্নরুবে-রূপে তাঁর নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে তিনি সমুদ্রপারে তাঁর সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে ঘটিয়ে চোলদের সামুদ্রিক অভিযান শুরু করেছিলেন।

রাজরাজ যে নৌ-অভিযানের সূচনা করেছিলেন তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোলের আমলে তা আরও বিস্তার লাভ করে। সম্রাট হিসাবে রাজেন্দ্র চোলের প্রথম উল্লেখযোগ্য নৌ-অভিযান হল সিংহল আক্রমণ ও দখল করা।

তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে একটি লিপি বিবরণ এই অভিযান সম্পর্কে পাওয়া যায়। মহাবংশে বলা হয় রাজেন্দ্র চোল এই সময় শ্রীলঙ্কা অভিযান করে বিহার সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল। এই লুণ্ঠনের হাত থেকে বৌদ্ধ বিহারগুলিও নিষ্কৃতি পায়নি। রাজেন্দ্র চোল সমগ্র সিংহলকে একটি চোল সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। তবে তার নিরঙ্কুশ অধিকার এখানে বেশি দিন বজায় রাখতে পারেননি।

রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে উৎকীর্ণ একটি লেখ থেকে জানা যায় তিনি পূর্ব উপকূলে একটি অভিযান পাঠিয়েছিলেন। এই অভিযানে ব্যাঙ্গি রাজ্যের সাথে যুদ্ধের সময় কলিঙ্গ রাজ্য ব্যাঙ্গিকে সাহায্য করলে তিনি কলিঙ্গ সেনাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সসৈন্যে গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি উড়িষ্যা, দক্ষিণকোশল, বঙ্গদেশ জয় করে গঙ্গাবারি নিয়ে চোল রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।
তিনি কাবেরী নদীর তীরে নতুন রাজধানী স্থাপনের। তাঁর পরাক্রান্ত নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং ব্রহ্মদেশের পেগু-দেশ ও সেখানকার কয়েকটি বন্দর অধিকার করেন। তাঁর সময় চোলদের নৌ নীতি পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। তাঁর নৌ বাহিনীর দাপটে বঙ্গোপসাগরকে কার্যত চোল হ্রদে পরিণত করেছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের পরবর্তী কর্ণাধার ছিলেন রাজাধিরাজ, দ্বিতীয় রাজেন্দ্র, বীর রাজেন্দ্র, অধিরাজেন্দ্র প্রমুখ। এদের রাজত্বকালে চোল নৌবহর মূলত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই সময় সিংহলের বিভিন্ন রাজারা পুনরুদ্ধারের জন্য অবিরাম সংঘর্ষ চালাচ্ছিলেন। তাই মাঝে মাঝেই চোল রাজারা এখানে অভিযান প্রেরণ করতেন এবং বর্বরতার সাথে এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করতেন। চোল রাজাদের দীর্ঘ ১৩৫ বছরের শাসনকালে তাদের পরাক্রান্ত নৌবহরের সাহায্যে সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপে তারা অভিযান চালিয়েছিলেন। ড. R.C. মজুমদার, ড. K.G. কৃষ্ণান প্রমুখের মতে রাজনৈতিক গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে নতুন নতুন রাজ্য গ্রাস করে দিগ্বিজয়ী আখ্যা লাভের জন্যই চোলদের এই সফল কর্মসূচী সূচিত হয়েছিল। এইভাবে দেখা যায় চোলদের সামুদ্রিক কার্যকলাপ আদি-মধ্যযুগের ইতিহাসে গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। তাদের দিগ্বিজয়ের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য

হিসাবে কোনো চোল নরপতি নৌবাহিনীর বা নৌনীতিকে অবহেলা করেননি।